بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০৪/০২ মঙ্গলবার, ১৫ রবিউস সানি, ১৪৪২ হিজরী ০১/১২/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হাসিনা সরকার কর্তৃক মূর্তি বনাম ভাস্কর্য বিতর্ককে উস্কে দিয়ে তাদের দুর্নীতি, দুঃশাসন ও জনগণের দুর্দশাকে আড়াল করার অপকৌশল প্রতিহত করুন

যখন অসহায় কৃষকদের কষ্টার্জিত ধানের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে পড়ে গেছে, চাল-ডাল-আলু-শাক-সব্জিসহ সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে জনগণের জীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে, পুঁজিবাদী নীতির কারণে সরকার পাটকল-চিনিকলসমূহ বন্ধ করে ব্যাপকভাবে শ্রমিকদের বেকার করে দিচ্ছে এবং শ্রমিকরা প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও আমরণ অনশন করছে, লক্ষ লক্ষ লোক বেকারত্ব বরণ করে মানবেতর জীবন যাপন করছে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, করোনা ভাইরাসকে টিকিয়ে রেখে প্রণোদনার নামে জনগণের অর্থকে পুঁজিপতিদের মধ্যে ভাগ-ভাটোয়ারা চলছে, দ্বিতীয় দফা করোনার ডেউয়ের নামে ভয়-ভীতি বৃদ্ধি করে করোনার টীকা আমদানি ও বিক্রি করে জনগণকে দ্বিতীয় দফা দূর্বৃত্ত পুঁজিপতিদের শিকারে পরিণত করার চেষ্টা চলছে, এবং সরকারের এই দুঃশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ-বিক্ষোভ যখন চরম আকার ধারণ করেছে, ঠিক তখনই প্রতারণায় সিদ্ধ হস্ত হাসিনা সরকার মূর্তি বনাম ভাস্কর্য বিতর্ককে উস্কে দিয়ে তাদের দুর্নীতি-দুঃশাসন এবং অব্যবস্থাপনা ও জনগণের জীবন-জীবিকা রক্ষার ব্যর্থতাকে আড়ালের অপচেষ্টা করছে। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ যেসব বুদ্ধিজীবীরা সরকারের নীতিসমূহ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব ছিল, তাদেরকেও সরকার চতুরতার সাথে মূর্তি কিংবা ভাস্কর্য বিরোধীতাকারী ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল করে সরকারের সমালোচনার স্থান হতে সরাতে সক্ষম হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী, নিঃসন্দেহে জনসমাগমস্থলে 'মূর্তি বা ভাস্কর্য' স্থাপন হলো 'মুনকার' আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে 'উম্মুল মুনকার' (সকল মুনকারের জননী)। ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা জনজীবন ও রাষ্ট্র থেকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব কে অপসারণ করে সর্বদা নিজের জন্য স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব এবং পবিত্রতা গ্রহণ করেছে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী, তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বক্তব্যকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের ছবি এবং মূর্তি বা ভাস্কর্য অফিস আদালতে কিংবা জনসমাগম স্থলে স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের উপর তাদের আদর্শকে চাপিয়ে দিয়ে পরোক্ষভাবে তাদের উপাসনা করতে বাধ্য করে। এর উৎকৃষ্ট একটি উদাহরণ হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী সোভিয়েত ইউনিয়ন, যারা স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছিল, অথচ তাদের নেতৃত্ব লেনিন ও স্টালিনকে এবং তাদের বক্তব্য ও প্রতিকৃতিকে পবিত্রতা দান করেছিল; ঠিক যেমনটি আমরা কুর'আন ও হাদীসকে পবিত্র মনে করি। তাদেরকে মূর্ত প্রতীক করতে দেশজুড়ে বিশাল মূর্তি স্থাপন করেছিল এবং সমস্ত সরকারী এবং পাবলিক অফিসে তাদের ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করেছিল। আপনারা এটাও প্রত্যক্ষ করছেন, বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ সরকার সমস্ত সরকারী ও পাবলিক অফিসগুলোতে শেখ মুজিব এবং শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করেছে, এবং বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে যদি আমরা দেশের ব্লাসফেমি আইনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি - যেখানে ধর্ম অবমাননার জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি দশ বছর কারাদণ্ড, অথচ শেখ মুজিব বা শেখ হাসিনাকে অপমানের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জিবন কারাদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে! কিন্তু এতেও তারা সন্তুষ্ট নয়, এখন তারা সাড়া দেশে জুড় শেখ মুজিবের মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এইসব কর্মকাণ্ড ইসলামের দৃষ্টিতে জাহিল্যিয়াত (চরম মূর্খতা), অকাট্য হারাম এবং ঈমানের পরিপন্থী। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'লা বলেন: **"তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা, সুতরাং তাঁরই ইবাদাত কর। তিনিই সব কিছুর নিষ্পত্তিকারী"** [সূরা আল-আনআম: ১০২]। ফলে অন্য কোন ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম রাষ্ট্রে মূর্তি স্থাপনের উদাহরণ দিয়ে এসব কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়ার বিন্দু মাত্র সুযোগ নাই।

প্রিয় দেশবাসী, ধর্মনিরপেক্ষ হাসিনা সরকার তাদের দুর্নীতি-দুঃশাসন ও জনগণের দুর্দশাকে আড়াল করতে বিভিন্ন অপকৌশল করছে, এবং একের পর এক ইস্যুকে ঠেলে দিয়ে আপনাদের মনযোগকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করছে। আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থায় এই দুর্নীতিগ্রস্থ শাসকগোষ্ঠী কিভাবে নিজেদের, ক্ষুদ্র পুঁজিপতি গোষ্ঠী ও কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করছে, জনগনের সম্পদ লুট করছে, আর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপর যুলুম করছে। রাসুল (সাঃ) বলেন, *"খলীফা হোল অবিভাবক এবং নাগরিকদের জন্য দায়িত্বশীল"* । তাই, মূর্তি বা ভাস্কর্য বিতর্কে আপনাদের সময় অপচয় না করে, সকল মুনকারের জননী বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থাকে অপসারণ করে খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক দফা দাবী তুলুন। জেনে রাখুন, খিলাফত রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা শুধু সময়েরই দাবী নয়, বরং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত সুসংবাদ অনুসারে অচিরেই খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে সকল যুলুম চিরতরে বিতাড়িত হবে: *"...যুলুমের শাসনের অবসান হবে, তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত নবুয়্যাতের আদলে"* । [মুসনাদে আহমদ]।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ